মুসলিম হবার গল্প

সংকলন ও অনুবাদ

আবিদ এইচ রাহাত

সূচিপত্র

০৬ জিনের হাত থেকে রক্ষা পেয়েই ইসলাম গ্রহণ এবং ফিলিস্তিন ভ্রমণ

৩৬ ইসলামবিরোধী বই লিখতে গিয়ে মুসলিম হলেন

৪৯ প্যালেস্টাইন-ইসরাইলে সাংবাদিকতা করতে গিয়ে ইসলাম গ্রহণ

৯২ একজন মুসলিমকে খ্রিষ্টান বানাতে গিয়ে ইসলাম গ্রহণ

১১১ নাস্তিক ডাক্তারের ইসলাম গ্রহণ

জিনের হাত থেকে রক্ষা পেয়ে ইসলাম গ্রহণ এবং ফিলিস্তিন ভ্রমণ

নায়লা এডওয়ার্ড (আয়েশা রোজালি)

১

ইসলামে প্রত্যাবর্তনকারী হিসেবে আমার জীবনের দুটি চরিত্র রয়েছে। প্রথম চরিত্রের নাম হচ্ছে 'ভিকি'। এই ভিকি নামের মেয়েটি হচ্ছে ইসলাম গ্রহণের আগের মানুষ এবং পরের চরিত্রের নাম হচ্ছে 'নায়লা', যে ইসলাম গ্রহণের পরের মানুষ। অতীতের সেই আমি এবং আজকের এই আমি, বাইরে থেকে দেখতে এক রকমই মনে হয়; কিন্তু এই দুই 'আমি'-এর মাঝে আছে আকাশসম পার্থক্য। আমি ইসলামি ফিলম মেকিং এবং দ্বীনের দাওয়াতি কাজ অনেক পছন্দ করি। বর্তমানে আমার নতুন পরিচয় হচ্ছে আমি একজন মা। আল্লাহর এই পৃথিবীতে আমি আপনাদের অতি সাধারণ একজন দ্বীনি বোন। মহান আল্লাহর রাস্তায় মেহনতের জন্য সর্বোচ্চ চেষ্টা করে যাচ্ছি।

প্রথম থেকে শুরু করি। আশা করি, আমার জীবনের ঘটনা আপনাদের উপকারে আসবে। আগে কোনো ধর্মের প্রতি আমার বিশ্বাস ছিল না; তবে মনে মনে একবারে নাস্তিকও ছিলাম না। কোনো একজন হয়তো আছেন–এই রকম একটা ধারণা মনের

এক কোণে বসবাস করত। আমার জন্ম হয়েছিল একটি নাস্তিক পরিবারে। আমার ঘরের মানুষজন স্রষ্টায় বিশ্বাস করত না। এই বিষয়ে তাদের অনেক সন্দেহ ছিল। তাদের কথা হচ্ছে, আসলেই স্রষ্টা বলে কেউ কি আছে? আসলেই কি স্রষ্টার কোনো দরকার আছে?

আমি যখন জুনিয়র হাই স্কুলে পড়ি, তখন আমার বয়স সম্ভবত ১২ বছর ছিল। সেই সময় আমি কানাডাতে বাবা-মায়ের সঙ্গে থাকতাম। সেখানে থাকা অবস্থায় আমার একজনের সাথে বন্ধুত্ব হয়। সে ছিল মুসলিম। জীবনে এটাই প্রথম কোনো মুসলিম মেয়ের সঙ্গে আমার বন্ধুত্ব। অন্যভাবে বলা যায়, এটাই ছিল ইসলাম ধর্মের সঙ্গে আমার প্রথম পরিচয়। একটা সময় সে আমার অনেক ক্লোজ ফ্রেন্ড হয়ে যায়। সেই ক্যানাডিয়ান মুসলিম বান্ধবী আমাকে তিনটি আরবি বা ইসলামি শব্দ শিখিয়েছিল। শব্দ তিনটি ছিল: আল্লাহ, ওয়াল্লাহ, ইয়াল্লাহ। আমরা যখনই একজন আরেকজনকে দেখতাম, এই শব্দগুলো দিয়ে একজন আরেকজনকে অভিবাদন জানাতাম। মূলত আমরা হাই-হ্যালোর পরিবর্তে এগুলো বলতাম, যদিও আমি তখন জানতাম না যে, এই তিনটি কত গুরুত্বপূর্ণ ইসলামি শব্দ। যাই হোক, এটাই ছিল আমার জীবনে ইসলামের সঙ্গে প্রথম পরিচয়।

আমার বয়স যখন ১৫ বছর, তখন মালয়েশিয়াতে চলে যাই এবং সেখানে বসবাস শুরু করি। মালয়েশিয়া একটি মুসলিমপ্রধান দেশ। চারপাশে শুধু ধর্মপ্রাণ মানুষ। এত এত মানুষ ধর্ম ও স্রষ্টাকে বিশ্বাস করে দেখে আমি অবাক হতাম।

এমন কী বিষয় আছে, যা তাদের স্রষ্টাতে বিশ্বাসী করে তুলেছে?

ইসলামবিরোধী বই লিখতে গিয়ে মুসলিম হলেন

জোরাম ভ্যান ক্ল্যাভিরেন

১

আমার জন্ম ১৯৭৯ সালের ২৩ জানুয়ারি । অন্য আট-দশটা পরিবারের মতোই একটি পরিবারে জন্মগ্রহণ করি। আমরা থাকতাম নর্দানল্যান্ডের আমস্টারডাম শহরে। বাবা, মা, ছোট ভাই, বোন এবং একটি বিড়াল এই নিয়ে ছিল আমাদের ছোট পরিবার। এ শহরেই আমার জন্ম এবং এ শহরেই বেড়ে ওঠা। আমরা ছিলাম খ্রিষ্টান প্রটেস্ট্যান্ট মতাবলম্বী।[১]

আমার বিষয়টা একটু খুলে বলি। আমি ছোটবেলা থেকেই 'একজন' স্রষ্টাকে বিশ্বাস করতাম, মানে ইসলামে তওহিদের বিশ্বাস যাকে বলে। হ্যাভেন ও হেল (জান্নাত ও জাহান্নাম) এবং

১ খ্রিষ্টান প্রটেস্ট্যান্ট: খ্রিষ্টানদের মধ্যে যে প্রধান তিনটি ভিন্নমতাবলম্বী গোষ্ঠী রয়েছে, তাদের একটি গোষ্ঠীর বিশ্বাসকে বলা হয় প্রটেস্ট্যান্ট মতবাদ, যা আসলে কোনো বিশেষ বা নির্দিষ্ট বিশ্বাস নয়; বরং বিভিন্ন ছোট গোষ্ঠী বা ব্যক্তিবর্গের সমষ্টি। অনেক ক্ষেত্রে ক্যাথলিক বা অর্থোডক্স খ্রিষ্টান (গোঁড়া খ্রিষ্টধর্মী) ছাড়া বাকি খ্রিষ্টানদের প্রটেস্ট্যান্ট বলা হয়। ইউরোপে ১৬ শতকে সংঘটিত প্রটেস্ট্যান্ট সংস্কার-আন্দোলন থেকে এর গোড়াপত্তন।

পুনরুত্থানে বিশ্বাস করতাম।[১] আমি এনজেল (ফেরেশতা) ও রেভুলেশন (নবিদের) বিশ্বাস করতাম। তবে কুরআনের মতো করে নয়, বাইবেলের ব্যাখ্যায় নবিরা যেমন ছিলেন, তেমন বিশ্বাস ছিল আমার। তবে আমার বিশ্বাসের মধ্যে বড় সমস্যা ছিল এই যে, আমি বিশ্বাস করতাম, যিশু বা ঈসা (আ.) ছিলেন স্রষ্টার পুত্র। আমি ভাবতাম, যিশু নিজেই স্রষ্টা ছিলেন। মানে তিনি একই সঙ্গে স্রষ্টার পুত্র ও স্রষ্টা। যিশুর ক্রুশবিদ্ধ হওয়ার বিষয়টিও বিশ্বাস করতাম।[২] তবে 'ট্রিনিটি' বা 'ত্রিত্ববাদ' অনেক জটিল একটি কনসেপ্ট।[৩] আপনি বোঝেন বা না বোঝেন, এটা অনেক জটিল একটি বিষয়।

বাইবেল বলছে, স্রষ্টা হচ্ছেন চিরন্তন যার মৃত্যু নেই। যদি চিরন্তনই হন, তাহলে স্রষ্টা কীভাবে মারা যান? আপনি একই সঙ্গে চিরন্তন এবং মরণশীল এই দুইটি হতে পারবেন না। যখন আমার বয়স ১৬ বা ১৭, তখন আমার মনে এই বিষয়গুলো নিয়ে প্রশ্ন আসা শুরু করল। এই বিষয় নিয়ে চার্চে প্রশ্ন করতাম, কিন্তু চার্চের দেওয়া উত্তরগুলো আমার কাছে যৌক্তিক মনে হতো না। আমি অনেকজন প্রিস্ট-প্রিচার ও রাবাইর সঙ্গে কথা বলেছি,

---

১ পুনরুত্থান: পুনরুত্থান পার্বণ বা পুণ্য রবিবার বলতে ক্রুশবিদ্ধ হয়ে মৃত্যুবরণের তিন দিন পরে মৃতাবস্থা থেকে খ্রিষ্টধর্মের প্রবর্তক যিশুখ্রিষ্টের বেঁচে ওঠা তথা পুনরুত্থানের অলৌকিক ঘটনাটিকে স্মরণ করার জন্য পালিত বাৎসরিক ধর্মীয় উৎসবকে বোঝানো হয়।

২ যিশুর ক্রুসিফিক্সশন (ক্রুশবিদ্ধকরণ): বাইবেলে উল্লেখিত সুসমাচার অনুযায়ী যিশুকে খ্রিষ্ট বলা হয়। তাঁকে তৎকালীন রাজা পিলাতের আইনসভা কর্তৃক অন্যায়ভাবে ধরে এনে অপমান করা হয় এবং পরে রাজা পিলাতের কাছে পাঠানো হলে সে প্রথমে চাবুক মারার আদেশ এবং পরবর্তী সময়ে বাধ্য হয়ে ক্রুশে দেওয়ার আদেশ দেয় এবং অবশেষে রোমানরা তাঁকে ক্রুশে দেয়।

৩ ট্রিনিটি: ত্রিত্ব (লাতিন: Trinitas) হলো খ্রিষ্টধর্মের একটি কেন্দ্রীয় তত্ত্ব যার মতে ঈশ্বর হলেন এক, তবে তিনি তিনজন সহচিরন্তন সমসত্ত্ব ব্যক্তি বা সারত্ব পিতা, পুত্র (যিশুখ্রিষ্ট) ও পবিত্র আত্মা তিন দৈব ব্যক্তিতে বিদ্যমান এক ঈশ্বর। এই তিন ব্যক্তি ভিন্ন, তবে একই সারবত্তা, সত্তা বা প্রকৃতি।

একজন মুসলিমকে খ্রিষ্টান বানাতে গিয়ে ইসলাম গ্রহণ

জামিলা জুলির একজন মুসলিম বান্ধবী ছিল। সে অনেক চেষ্টা করে তার বান্ধবীকে খ্রিষ্টধর্মে ধর্মান্তরিত করতে। অবশেষে তার বান্ধবী খ্রিষ্টান হতে প্রস্তুত হয়, তবে একটি শর্তের বিনিময়ে। কী ছিল সেই শর্ত?

১

আমার আগের নাম ছিল জুলি ক্যালর সোন্ডাস। আমি যুক্তরাজ্যে, নর্থাম্পটনশায়ারের (Northamptonshire) খুব ছোট একটি গ্রামে জন্মগ্রহণ করেছিলাম।



আমাদের গ্রামের জনসংখ্যা ছিল ১০০ জনের মতো। আমার বাবা পেশায় একজন কসাই এবং মা ছিলেন গৃহিণী। ধর্মের দিক থেকে বাবা-মা দুজনই নাস্তিক ছিলেন। আমার ভাই শারীরিকভাবে অত্যন্ত অসুস্থ থাকত। তার যত্ন নেওয়া অনেক কঠিন ছিল। বাবা-মায়ের পক্ষে একা এতকিছু সামাল দেওয়া সম্ভব ছিল না। ভাইয়ের সেবা, বাইরের কাজ, ঘরের কাজ, আবার আমাকে দেখাশোনা। তাই আমাকে আমার দাদির কাছে পাঠিয়ে দেওয়া হয়। আমার দাদি ছিলেন ব্যাপটিস্ট খ্রিষ্টান। দাদির বাসা দূরে কোথাও ছিল না, বরং একই গ্রামের মাত্র কয়েক বাড়ি পরে ছিল। দাদির সঙ্গে থাকার কারণে আমি একজন ব্যাপটিস্ট হিসেবেই বড় হয়ে উঠি। আমি ছোট থেকে বড় হয়েছি অন্যসব সাধারণ মেয়ের মতো। তবে এই সাধারণের মধ্যে অনেকটা বিলাসী জীবন পেয়েছিলাম। দাদির বাসায় আমাকে কখনো কষ্টের কোনো কাজ করতে হয়নি। কোনো দিন কোনো সমস্যায় পড়তে হয়নি।

আমি উইলিস্টন নর্থাম্পটন স্কুলে পড়াশোনা শুরু করি। পড়াশোনা শেষে আমার ইচ্ছা ছিল পশুচিকিৎসক হওয়ার। কিন্তু পড়াশোনা করার সময় আমি ছোট একটা অ্যাক্সিডেন্ট করি, যার ফলে আমার পিঠে সমস্যা হয়। পিঠের এই সমস্যার কারণে আমার পক্ষে আর পশুচিকিৎসক হওয়া সম্ভব হয়নি। পশুদের চিকিৎসা করতে গেলে আপনাকে ডাক্তারি জ্ঞানের পাশাপাশি শারীরিক সক্ষমতাও লাগবে। তাই আমি মেডিসিন নিয়ে পড়াশোনা করি এবং 'কড়া' রোগীর চিকিৎসক হই (Chiropodist: যারা হাত-পায়ে কড়া পড়ার সমস্যা এবং নখসংক্রান্ত রোগের চিকিৎসা করেন)। পাশাপাশি আমি একটি চার্চে কাজ শুরু করি। চার্চে বাচ্চাদের দলকে সামাল দিতাম এবং প্রতিদিন প্রার্থনা করতাম। চার্চের সবগুলো মিটিং ও পড়াশোনার গ্রুপে নিয়মিত থাকতাম।

নাস্তিক ডাক্তারের ইসলাম গ্রহণ

ডা. লরেন্স ব্রাউন

একজন নাস্তিক ডাক্তারের নবাগতা কন্যা সন্তানকে বাঁচানো অসম্ভব হয়ে দাঁড়ায়। কোনো উপায় না পেয়ে তিনি স্রষ্টার কাছে কন্যার জীবনের বিনিময়ে একটা চুক্তি করেন এবং আল্লাহকে খুঁজে পান।

১

আমি ১৬ বছর মিলিটারিতে ছিলাম। এর মধ্যে আট বছর সক্রিয়ভাবে এবং আট বছর সংরক্ষিত হিসেবে ছিলাম। আমি একজন চক্ষু বিশেষজ্ঞ। আমি কন্টারেক্ট ও রিফ্রেক্টিভ সার্জারি বিশেষজ্ঞ। বর্তমানে আমি 'মেজর আই সেন্টার'-এর মেডিক্যাল ডিরেক্টর পদে আছি। বিগত ১০ বছরে আমি বেশ কিছু বই লিখেছি ইসলাম নিয়ে।

১৯৯০ সালের আগে আমি অন্য ১০ জন সাধারণ আমেরিকানের মতোই ছিলাম, তাদের মতোই চিন্তা করতাম। আমি ভাবতাম, যে ব্যক্তি বেশি ধনসম্পদ নিয়ে মারা যাবে, সে জিতে যাবে। আমার দিন যত যাচ্ছিল, এই দুনিয়ার প্রতি মোহ ততই বৃদ্ধি পাচ্ছিল; আমি ঠিক ততটাই দুনিয়ার আসবাব বৃদ্ধি

করে চলছিলাম। এটাই ছিল আমার জীবনের একমাত্র লক্ষ্য। ১৯৯০ সালে আমার দ্বিতীয় সন্তান জন্মগ্রহণ করে। সেদিন থেকে আমার জীবনের পরিবর্তন শুরু হয়। তবে তারও দশ মাস আগে মহান আল্লাহ আমাকে কিছু নিদর্শন দেখিয়েছিলেন, যা কিনা আমি দেখেও না দেখার ভান করেছিলাম। সেটা ছিল আমার প্রথম সন্তানের ঘটনা। আমার মেয়ে জন্মগ্রহণের পরে এমন কিছু করেছিল, যা আমি আগে কোনো দিন দেখিনি। তার জীবনের একদম প্রথমদিন থেকে সে নিজের থেকেই দাঁড়িয়ে যেতে পারত। জন্মের একদম প্রথম দিন আমি তাকে তার পায়ের ওপরে দাঁড় করাতাম। সে কোনো সাহায্য ছাড়াই নিজে নিজে দাঁড়াতে পারত। আমি একজন মেডিক্যাল ডাক্তার। আমি ভালোভাবেই জানি যে, একজন সদ্যোজাত শিশু কোনোভাবেই এই কাজ করতে পারবে না। কিন্তু আমি এই বিষয়টাকে কোনো অলৌকিক ঘটনা হিসেবে দেখিনি। আমি এটাকে বিজ্ঞানের একটি চমকপ্রদ ঘটনা হিসেবে দেখেছি। আমি তখন আল্লাহর নিদর্শনটা বুঝতে পারিনি, তাই এই নিদর্শন আমার কাছে আবারও আসে আরও নাটকীয়ভাবে।

১৯৯০ সালে আমার ২য় মেয়ে অ্যানা জন্মগ্রহণ করে। তার জন্মের সঙ্গে সঙ্গেই তাকে ইনটেন্সিভ ইউনিটে নিয়ে যাওয়া হয়। অন্য সকল শিশু জন্ম নিলে যেখানে রাখা হয়, তাকে সেখানে রাখা হয়নি। ডাক্তারদের বারবার জিজ্ঞেস করলেও তারা পরিষ্কারভাবে কোনো উত্তর দিচ্ছিল না। আমি নিজেও একজন ডাক্তার, হাসপাতালে কাজ করছিলাম। এটা ইউনাইটেড স্ট্যাটের অন্যতম একটি জনপ্রিয় হাসপাতাল। হাসপাতালের নাম জর্জ ওয়াশিংটন ইউনিভার্সিটি হসপিটাল। আমেরিকার ৪০তম প্রেসিডেন্ট রোনাল্ড রেগন আততায়ীর গুলিতে আহত